7

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 2 0 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪ .....

আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার

মজুমদার জুয়েল

লাইব্রেরী কর্নার

"লাইব্রেরি একটি জাতির জ্ঞানের ভান্ডার।" সে লক্ষ্যে দেশে সরকারি উদ্যোগে অনেক লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে। কিন্তু বাঙালিদেরক'জন নিয়মিত লাইব্রেরি অভিমুখী হচ্ছেন? ঢাকা শহরে ক'টা লাইব্রেরি আছে? সঠিক তথ্য কোন ছাত্র বলতে পারবে কিনা সন্দেহ। সরকারি উদ্যোগে নির্মিত একমাত্র পাবলিক লাইব্রেরির খোঁজই সবাই রাখেন।

শেরে বাংলা নগরে বাংলাদেশ বেতারের গা ঘেঁষে যে ভবনটি দাঁড়িয়ে আছে সেটি আরকাইভস্ ও জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন। গ্রন্থাগারের বর্তমান পরিচালক প্রফেসর শরীফ উদ্দিন আহমেদ জানান, ১৯৭৩ সালে এটির জন্ম। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এটির তেমন কোন পরিস্থিতিই নেই। এত বছর ধরে এর অপব্যবহারই হয়েছে। কেউই এর সঠিক ব্যবহার করেনি। অথচ বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত সব ধরনের বইই এখানে আছে। তিনি আরো জানান, জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য বাৎসরিক শুধুমাত্র বই কেনার পেছনে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তার ক্ষুদ্র একটি অংশ ব্যয় করলেই প্রচুর পরিমাণ বই কেনা যায়, যা এতদিন অপব্যবহার করা হয়েছে।

এ লাইব্রেরির আরকাইভস্ অংশে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত সব ধরনের দলিলদস্তাবেজ স্থান পেয়েছে। এছাড়া গ্রন্থাগারে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রায় সব বই রয়েছে। এখানে বই কেনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যে কোন লেখক তার সদ্য প্রকাশিত বইয়ের তিনটি কপি বিক্রি করতে পারেন গ্রন্থাগারের কাছে। গ্রন্থাগারে পড়াশুনা করতে চাইলে যে কেউ যেতে পারেন। তবে তার আগে গ্রন্থাগারের একটি ফরম পূরণ করতে হবে। এটা পূরণ করতে কোন টাকা দিতে হয় না। ফরমটি পূরণ করলেই গ্রন্থাগারে পড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। এখানে আপনার প্রয়োজনীয় প্রায় সব বাংলা বইই পাওয়া যাবে।

গ্রন্থাগারের পরিচালক আরো জানান, এখানে তিনি "প্রদর্শনী সেল" নামে নতুন একটি শাখা গঠন করবেন। এবং এখানে দুর্লভ দলিল, দস্তাবেজ ও বিভিন্ন জিনিসের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন। এর প্রথম উদ্যোগ হিসেবে ভাওয়াল বাজারের দুর্লভ কিছু দলিল, চিঠি ও ছবি প্রদর্শন করা হচ্ছে।